সমকাল

বৃহস্পতিবার, ৩ আশ্বিন, ১৪১৫
Thursday, 18 September, 2008

# বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদানও কম নয়

বিগত রাজনৈতিক সরকারগুলোর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অবদানের মধ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অন্যতম। বিএনপি সরকারের আমলে ১৯৯২ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হয় এবং আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৮ সালে আইনটি সংশোধিত হয়। গত মাত্র ১৬ বছরে দেশের উচ্চশিক্ষার ইতিহাসে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি বিকাশের ফলে দেশ থেকে মেধা পাচার কমে গেছে। ৫৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ ও খণ্ডকালীন শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী মিলে প্রায় ২০ হাজার লোক কাজের সুযোগ পেয়েছেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না হলে হয়তো এ বিপুলসংখ্যক উচ্চশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগ বিদেশে চলে যেত। দেশে থেকে তারা যে টাকা আয় করছেন বৈদেশিক মুদ্রার তুলনায় তা কিছুটা কম হলেও উপযোগের দৃষ্টিকোণ থেকে এদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। কারণ শিক্ষকরা দেশে থেকে তাদের মেধা ব্যবহার করে মেধাবী ও উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠী তৈরি করছেন এবং এ জনগোষ্ঠী জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণ করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে সমালোচনা থাকলেও নিঃসন্দেহে বলা যায় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উচ্চশিক্ষার মান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত অধিকাংশ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ থেকে ভালো। এর সমর্থনে অনেক প্রমাণ রয়েছে। একদিকে যেমন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হচ্ছে, অন্যদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজে ছাত্র কমে যাচ্ছে। পর্যাপ্ত সংখ্যক ছাত্রের অভাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত অনেক কলেজ এমপিও হারাতে শুরু করেছে। উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী শিক্ষার্থীরা খরচের দিকে দৃষ্টিপাত না করে মানসম্পন্ন শিক্ষার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করছে। তাই তারা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ছে, যাতে করে দ্রুত শিক্ষা সম্পন্ন করে চাকরির বাজারে প্রবেশ করতে পারে।

শিক্ষার্থীরা কেবল ভাবাবেগে আক্রান্ত হয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়মুখী হচ্ছে না, প্রায়োগিক ও উপযোগিতার কারণে তারা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে গ্রহণ করছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন ব্যাংক, বীমা, ইন্স্যুরেন্স, টেলিকমসহ বহুজাতিক বিভিন্ন কোম্পানির দ্বার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের জন্য প্রায় উন্মুক্ত। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য বিদেশে যেত। শুধু ভারতে ছাত্র পাঠাতেই শত শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হতো। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইংল্যান্ড, আমেরিকাসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে ছাত্র পাঠাতে আরও হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় হতো। বর্তমানে এ খাতে বৈদেশিক মুদ্রা অপচয় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে এ কথা বলা যাবে না, তবে এ অপচয় যে আগের তুলনায় অনেকটা হ্রাস পেয়েছে সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন এবং এ আইন তৈরির পেছনে রাজনীতিকদের উদার নীতি ও উৎপাদনমুখী মনোভাব থাকার কারণে এত অল্প সময়ে অর্ধশতের বেশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। উদ্যোক্তারা বিপুল অংকের টাকা বিনিয়োগ করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাহস দেখিয়েছেন বলেই আজ আমরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়গান গাইতে পারছি। এখন আমাদের দায়িত্ব উচ্চশিক্ষার এ পরিবেশকে রক্ষা করা এবং সাশ্রয়ী খরচে উচ্চশিক্ষার মান বাড়িয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনে সর্বশক্তি নিয়োগ করা।

ড. এম আজিজুর রহমান
ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা